বাংলাবাজার পত্রিকা
The Banglabazar Patrika

গতকাল সোমবার রাজধানীর স্কাটনের বিয়াম ফাউন্ডেশন মাহবুব কবীর অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত 'কারাবন্দী মাদক ব্যবহারকারীদের মধ্যে এইচআইভি ও মাদক ঝুঁকি হ্রাসকরণ' বিষয় চারদিনব্যাপী জাতীয় প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ও অতিথিবৃন্দ

এইচআইভি ও মাদক ঝুঁকি হ্রাসকরণ প্রশিক্ষণ কর্মশালা

কারাগারকে মাদকমুক্ত করা জরুরি

কারাগারকে মাদকমুক্ত করা জরুরি। সেইজন্যে এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্তগণকে তাদের লব্ধজ্ঞান ব্যবহারিক কাজে প্রয়োগের জন্যে তাগিদ দেন। কিভাবে কারাগারকে মাদকমুক্ত করা যায় সেই বিষয়ে কারা কর্তৃপক্ষসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

মাদকদ্রব্য গ্রহণকে আত্মহত্যার সাথে তুলনা করা হয়েছে। গতকাল সোমবার রাজধানীর স্কাটনের বিয়াম ফাউন্ডেশন মাহবুব কবীর অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত 'কারাবন্দি মাদক ব্যবহারকারীদের মধ্যে এইচআইভি ও মাদক ঝুঁকি হ্রাসকরণ' বিষয় চারদিনব্যাপী জাতীয় প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা একথাগুলো বলেন। ঢাকা আহছানিয়া মিশন ইউএনওডিসি রসা ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সম্মিলিত উদ্যোগে আয়োজিত কর্মশালায় বক্তারা আরো বলেন, কারাগারকে সংশোধন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। কারাবন্দিরা শাস্তি শেষে দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে সমাজে কাজ করতে পারে সেদিক লক্ষ্য রাখতে হবে। মাদক ব্যবসা ও সেবন যেখান থেকে নিয়ন্ত্রিত হয় সেই জায়গায় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। ঢাকা আহছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. শেখ আবদুর রশিদ। অতিথি ছিলেন ইউএনওডিসি রসা এর কনসালটেন্ট কারাগার বিশেষজ্ঞ ড. জয়দেব সারঙ্গী ও ইউএনওডিসি এর বাংলাদেশের উপদেষ্টা ড. মোজাম্মেল হক। এছাড়াও স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের কর্মসূচি বিভাগের পরিচালক সফিকুল ইসলাম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে 'পিয়ার গাইড' এর মোড়ক উন্মোচন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. শেখ আবদুর রশিদ। এই পিয়ার গাইডের উদ্দেশ্য হচ্ছে কারা কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং কারাবন্দিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের সহায়তা করা। এছাড়াও মাদক এইচআইভি এবং জীবন দক্ষতার মূল বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এই পিয়ার গাইডে। এই জাতীয় প্রশিক্ষণ কর্মশালায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, কারা অধিদপ্তর, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও পুলিশের ২২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করছেন। প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি আগামী ১৭ জানুয়ারি ২০০৮ শেষ হবে। বিজ্ঞপ্তি।